রেশম পলুর রোগ ও কীট শত্রু দমন

Bangladesh Sericulture Research and Training Institute
★ BSRTI ★

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও
প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, রাজশাহী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

রেশম পলুর রোগ ও কীট শত্রু দমন

রেশম পলুর রোগ ও কীট শত্রু রেশম গুটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বিরাট অন্তরায়। আবহাওয়ার কারণে সব দেশে রোগের প্রকৃতি ও ধরন এক নয়। বাংলাদেশ গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশ। এ কারণে এ দেশে সকল প্রকার রোগ ও ব্যাপকতায় বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে প্রচলিত পলুর রোগ, কীট শত্রু পরিচিতি ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

রেশম পলুর রোগ দমন

পেব্রিন বা কটা রোগ

পেব্রিন এক কোষী অণুজীব জনিত একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে। এ রোগ ডিম ও তুঁতপাতার মাধ্যমে ছড়ায়।

ক্ষতির পরিমাণ

পেব্রিন রোগ শতকরা ১–৩ ভাগ পলুর ক্ষতি করে। তবে রোগ সংক্রমিত হলে রেশম চাষের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এমনকি গোটা রেশম শিল্পকে বিলুপ্তি জনিত হুমকির দিকে ঠেলে দেয়।

কটা রোগে আক্রান্ত পলু

লক্ষণ

রেশম পলুর সকল অবস্থাতেই এ রোগের লক্ষণ অত্যন্ত পরিষ্কার।

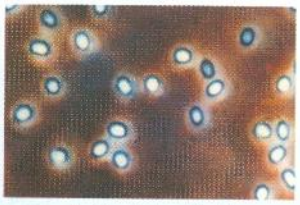

কটা রোগের জীবাণু

- ডিম কার্ডে ডিমের সংখ্যা কম, অনিষিক্ত, মরা ডিম বেশী ও ডিম স্তূপাকারে থাকে। ডিমে আঠালো পদার্থ কম থাকায় ডিম সহজে ঝরে যায়।
- পলু আকারে ছোট-বড় হয় এবং পলুর দেহে গোল মরিচের মত দাগ পড়ে।
- পিউপায় কাল দাগ দেখা যায়। পিউপার দেহ নরম অথবা পচে যায়।

- মথ গুটি কেটে বের হতে পারেনা, মথের পাখা বাঁকা থাকে এবং দেহের আঁশ সহজেই ঝরে পড়ে। মথ সঙ্গমে যায় না, গেলেও ক্ষণস্থায়ী হয়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

- পলু ঘর বন্ধের পর ঘরে বাতাস চলাচল না করলে শতকরা ২ ভাগ ফরমালিন দিয়ে, আর ঘরে বাতাস চলাচল করলে শতকরা ২ ভাগ ব্লিচিং পাউডারের সাহায্যে পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি পলুপালনের আগে ও পরে বিশোধন করতে হবে।
- পলু পালনকালে পলুঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং মাঝে মধ্যে বিশোধন করা ডালা বদলিয়ে দিতে হবে।
- ডিম তৈরীর পর একক ও নমুনা মথ পরীক্ষা পেব্রিন রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

ভাইরাল বা রসারোগ

রসা রোগে আক্রান্ত পলু

পলিহেড্রাল অথবা মুক্ত ভাইরাস রেশম পলুর রসা রোগের অন্যতম কারণ। উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় অনুপযোগী পাতা দিয়ে ঘন করে পলু পালনের ফলে এ রোগের প্রার্দুভাব বেশী ঘটে। তাই আমাদের দেশে ভাদুরী বন্দে এ রোগ সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে থাকে।

ক্ষতির পরিমাণ

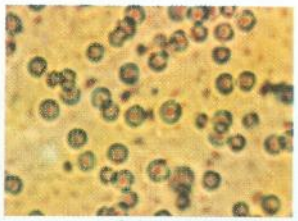
রসা রোগের জীবাণু

সকল রোগের মধ্যে শুধুমাত্র ভাইরাল বা রসা রোগে মারা যায় শতকরা ৭০-৮০ ভাগ পোকা। তবে সাধারণতঃ এ রোগে গড়ে ৩০–৩৫ ভাগ পোকা মারা যায়।

লক্ষণ

- বহু চক্রী পোকার দেহ হলুদ এবং দ্বি-চক্রী পোকার দেহ দুধের মত ঘোলা সাদা দেখায়।

- পলুর গাটের মধ্যবর্তী অংশ ফুলে যায় এবং সামান্য আঘাতে দুষিত রক্ত বের হয়ে আসে।
- ডালার চারধারে পলু উদ্দেশ্যহীনভাবে চলাফেরা করে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

- চাকী পলুপালনের যথাযথ নিয়ম মেনে চলতে হবে ।
- পলুর ডালায় পলু পাউডার ব্যবহার করতে হবে। পলু পাউডার না থাকলে শুধুমাত্র চুন ব্যবহার করলেও ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। চুনের ক্ষারত্ব পলিহেড্রাল ভাইরাস অথবা মুক্ত ভাইরাসকে নষ্ট করে।
- ডালায় পলু ঘন রাখা যাবে না। বর্ষাকালে রোজের পলুতে ডালসহ পাতা দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- পলু ঘরে যাতে ভ্যাপসা পরিবেশের সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ব্যাকটেরিয়াল বা কালশিরা রোগ

ব্যাকটেরিয়াল বা কালশিরা পলুর এক প্রকার ছোঁয়াচে রোগ। ব্যাসিলাস, স্ট্রেপ-টোকক্কাস, স্ট্যাফাইলো কক্কাস এবং কক্কাস ব্যাকটেরিয়া এ রোগের জীবাণু।

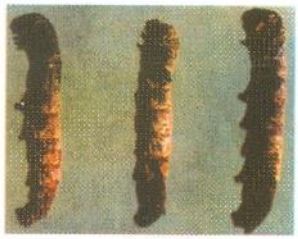

কালশিরা রোগে আক্রান্ত পলু

ক্ষতির পরিমাণ

খারাপ আবহাওয়া ও পলু পালনে অনিয়ম এ রোগের ব্যাপকতা বাড়িয়ে দেয়। এ রোগের জন্য আমাদের দেশে শতকরা ১৫–৩০ ভাগ পোকা মারা যায়।

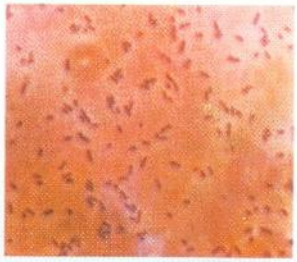

কালশিরা রোগের জীবাণু

লক্ষণ

- ঘাড়ের পরে পৃষ্ঠদেশের ২/৪টি খণ্ডাংশ কালো বা পীত বর্ণের হয়।
- পলুর মাথা বড়শির আকার ধারণ করে।
- পলুর পিঠের রক্তবাহী নালী কালো হয়ে উঠে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

- ❑ বিশোধনসহ পলুপালনের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।
- ❑ পাতা ও পলুঘর পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- ❑ পলুর দেহে যেন ক্ষতের সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ফ্যাংগাল বা ছত্রাক জনিত রোগ

ফ্যাংগাল বা ছত্রাকের কনিডিয়াই শুধুমাত্র পলুর ত্বকের মাধ্যমে ভিতরে ঢোকে। এ রোগ দু'রকমের হয়।

ক. এ্যাসপারজিলোসিসঃ এ্যাসপারজিলোসিস খুব একটা ক্ষতি করে না। তবে বর্ষা কালে মাঝে মধ্যে ছোট পোকা এবং গুটির ক্ষতি করে থাকে।

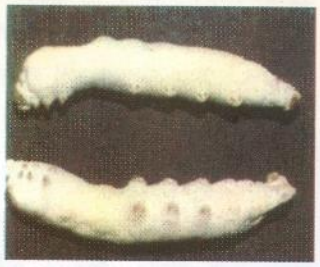

ছত্রাক আক্রান্ত পলু

খ. মাসকারডাইন বা চুনাকাঠিঃ এ রোগ কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশে সাদা চুনাকাঠি রোগের প্রার্দুভাব বেশী। উচ্চ আর্দ্রতা ও নিম্ন তাপমাত্রায় এ রোগ বেশী হয়। ফলে বাংলাদেশে অঘ্রাণী ও চৈতা বন্দে চুনাকাঠি রোগ প্রায়শই দেখা যায়।

ক্ষতির পরিমাণ

অগ্রাণী ও চৈতা বন্দে সাদা চুনাকাঠি রোগ শতকরা ৫–১৫ ভাগ ক্ষতি করে থাকে।

লক্ষণ

- ❑ পোকার দেহ হালকা লাল এবং চাপ দিলে স্পঞ্জের মত মনে হয়।
- ❑ পোকার দেহ অবশ হয়ে যায় এবং পাতার নিচে পড়ে থাকে।
- ❑ আক্রান্ত পোকা চুনের ন্যায় সাদা এবং কাঠির মত শক্ত হয়।

প্রতিকার ব্যবস্থা

- ❑ পলু পাউডার ব্যবহার করা প্রয়োজন।
- ❑ ০৯ ভাগ ভাজা তুষ আর শতকরা ০.৫ ভাগ ফরমালিনের ০১ ভাগ ভাল করে মিশিয়ে মেটে কলপ থেকে রোজ পর্যন্ত প্রতি অবস্থায় রহা থেকে উঠার পর পলুর ডালায় প্রয়োগ করতে হবে। আধা ঘন্টা ঢেকে রাখতে হবে।

- ০১ ভাগ ডায়থিন এম-৪৫ ও ৯৯ ভাগ চুনের মিশ্রণ চাকী পোকায় এবং ০২ ভাগ ডায়থিন এম-৪৫ ও ৯৮ ভাগ চুনের মিশ্রণ শোদ ও রোজের পলুতে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

কীট শত্রু দমন

উজি মাছি রেশম পোকার প্রধান কীট শত্রু। পলুর দেহে আশ্রয় নিয়েই উজি মাছি বংশ বৃদ্ধি করে। বর্ষাকালে পলুপালনে উজি মাছির আক্রমণ বেশী দেখা যায়।

ক্ষতির পরিমাণ

জৈষ্ঠা ও ভাদুরি বন্দে উজি ৫–১০ ভাগ পলু নষ্ট করে।

লক্ষণ

- পলুর গায়ে অথবা গাটের ভাজের ভিতর উজি মাছির ডিম দেখা যায়।
- পলুর গায়ে কালো দাগ দেখা যায়।
- গুটির এক মাথায় গোলাকার ছিদ্র থাকে।

উজি মাছি আক্রান্ত পলু ও গুটি

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

- পলু ঘরে পৃথক মাছি ঘরসহ পলু ঘরের দরজা-জানালায় তারের জাল ব্যবহার করতে হবে।
- একদিন পর পর ডালায় উজিনাশক ব্যবহার করতে হবে।
- প্রয়োজনে প্রতিদিন উজিনাশক ব্যবহার করতে হবে।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

পরিচালক
বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট
বালিয়াপুকুর, রাজশাহী-৬২০৭
টেলিফোন ঃ ৮৮০-৭২১-৭৭৬২৯৬
৭৭১৭০৪-০৫ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-৭২১-৭৭০৯১৩
ই-মেইল ঃ bsrti@bttb.net.bd
ওয়েব সাইট ঃ www.bsrti.gov.bd

প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৮

ডিজাইন ও মুদ্রণ: উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, গ্রেটার রোড, রাজশাহী। ফোন: ৭৭৩৭৮২